দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 1992
পৃষ্ঠা। ৪ কলাম ২

'আই ওয়াশ' মার্কা শিক্ষা বাজেটের গোমর ফাঁস

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি বন্ধ কেনো?

ফরিদপুর, ২৩ ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– বর্তমান সরকার একদিকে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন, অপরদিকে গত দু'বছর যাবৎ সারা দেশে সব ধরনের ছাত্র-বৃত্তি বন্ধ রেখেছেন বলে জানা গেছে। গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী সরকারের এ জাতীয় 'আই ওয়াশ' মার্কা শিক্ষা বাজেটের গোমর ফাঁস হবার পর এখন ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবক মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৯০-৯১ সাল থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষরবাহী ছাত্র-ছাত্রীরা বোর্ড বা মন্ত্রণালয় থেকে কোনো ধরনের বৃত্তিই পাচ্ছে না।

নতুন সরকারের আমলে ঐ বৃত্তি সারা দেশে হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দরিদ্র মেধাবী ছাত্ররা পড়ে দারুণ বিপাকে। এ অবস্থায় অনেকেরই স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন ব্যাহত হয়। ১৯৯০-৯১ সাল থেকেই মেধা তালিকায় বা কৃতিত্বের সাথে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা অদ্যাবধি বৃত্তির মুখ না দেখে হতাশ হয়ে পড়েছে। এবং বোর্ডগুলো তাদের তালিকাও মন্ত্রণালয়ে তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠায়নি বলে জানা গেছে। অদূর ভবিষ্যতেও এর কোনো সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত ঘোষণা করতে পারেনি। সেজন্য সবাই আজো আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে।

এমনকি, ১৯৯০ ও ৯১ সালের প্রাথমিক এবং জুনিয়র বৃত্তির টাকাও অদ্যাবধি ছাত্র-ছাত্রীরা পায়নি। সামনেই আবার আরো একটি পরীক্ষার তোড়-জোড় চলছে। এ ধরনের প্রহসনের ফলে স্কুল-কলেজের সংশ্লিষ্ট মহলে বর্তমানে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। এই শুভংকরের ফাঁকির কারণে আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য এ জাতীয় পরীক্ষাসমূহে ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখন নিরুৎসাহিত করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানই যদি বড় কথা হয়, তবে 'বৃত্তি' বা স্কলারশীপ শব্দের মূলো কেন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে? একটি সূত্র মতে, উন্নয়ন খাত ও রাজস্ব খাতের ঠেলাঠেলিতে ছাত্র-বৃত্তি খাতে কোনো অর্থ না রাখার জন্যই এই অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জটিলতা নিরসনে মন্ত্রণালয়ের মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

এদিকে, দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা নিয়মে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেতো। অথচ বৃত্তিভোগের উপযোগী হয়েও তাদের পক্ষে কোনো ঘোষণা না থাকায় এখন ছাত্র-ছাত্রীদের পুরো বেতন দিয়েই পড়তে হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অভাবে দোটানায় পড়ে এবং প্রচলিত রীতিতে বৃত্তি পাবার আশায় অনেকেই আবার বেতন না দিয়ে বর্তমানে সংকটে পড়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের খাতায় নাম ওঠেনি তাদের। শীঘ্রই এদের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ফর্ম-ফিলাপ শুরু হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্বিকার।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল এ ব্যাপারে সরকারের রহস্যজনক নীরবতাকে দরিদ্র ও মেধাবী সন্তানদের অভিভাবকের সাথে এক ধরনের প্রতারণা হিসেবে অভিহিত করে মধ্যবিত্ত পরিবারে 'মেধার জন্মকে 'আজন্ম পাপ' বলে মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। সাম্প্রতিক কালের এসএসসি পরীক্ষার ধরনে মেধার মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে বলে অভিজ্ঞজনেরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। ছাত্র-বৃত্তি বন্ধ রাখা শাপে নিরীহ মেধাবী ছাত্রদেরকে ভাংচুরের রাস্তায় ঠেলে দেয়ার গোপন কোনো ষড়যন্ত্র কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি।